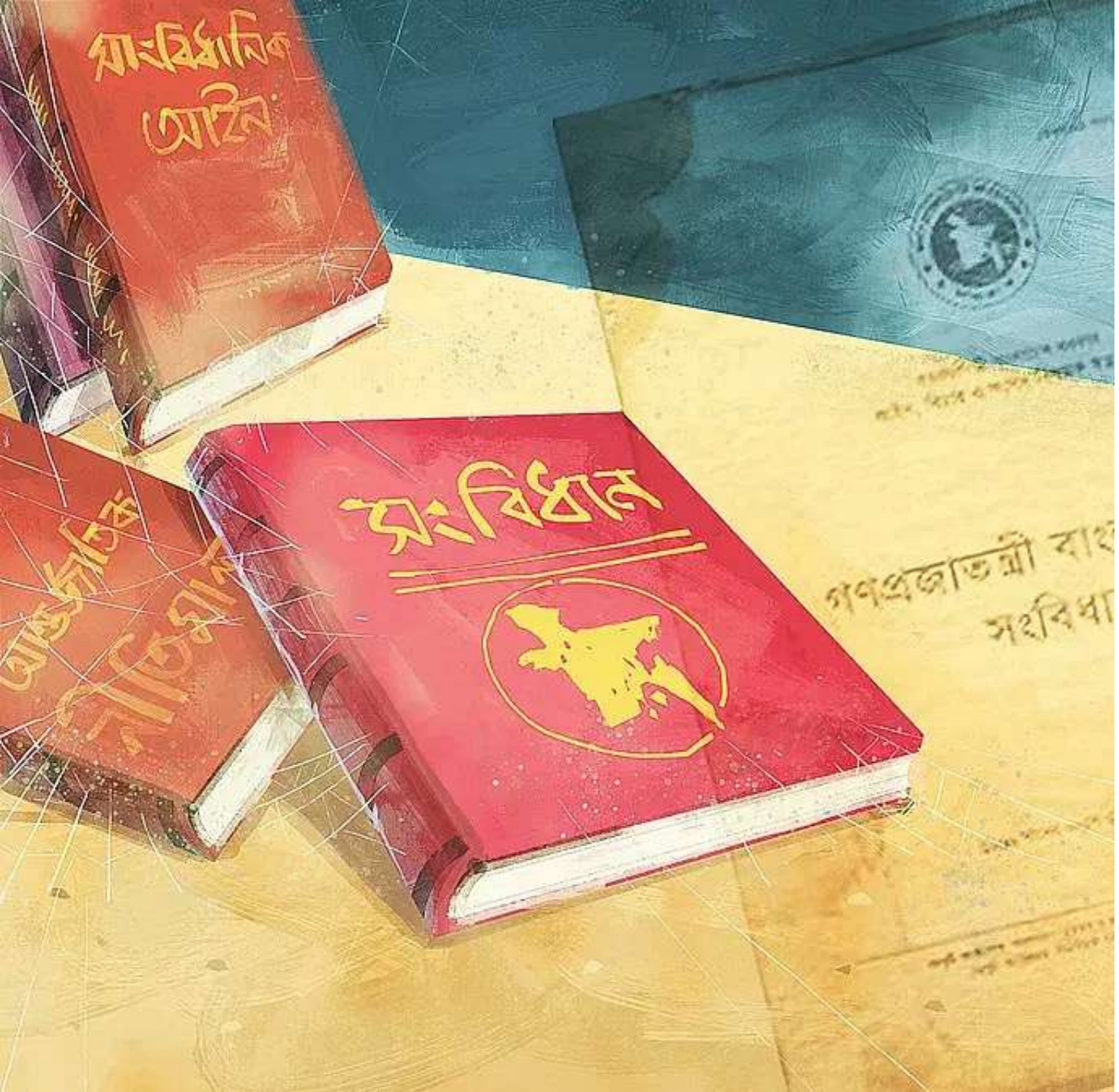

সংবিধান - ২

Siddhartha Sankar Das

Instructor, P2A

৩য় অধ্যায়:

মৌলিক অধিকার (২৬-৪৭ক)

২৬নং - মৌলিক অধিকারের সহিত অসমঞ্জস আইন বাতিল

কোন প্রচলিত আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হয়ে যাবে।

আইনের সমতা

২৭

ধর্মের বৈষম্য

২৮

নিয়োগে সমতা

২৯

খেতাবগুলো নিষিদ্ধ

৩০

আইনের আশ্রয়ে

৩১

জীবনের রক্ষণ

৩২

গ্রেপ্তার ও আটকে

৩৩

জবরদস্ত-এই মন

৩৪

বিচারেই রক্ষণ

৩৫

আইনের সমতা

২৭

নিয়োগে সমতা

২৯

ধর্মের বৈষম্য

২৮

খেতাবগুলো নিষিদ্ধ

৩০

২৭। আইনের দৃষ্টিতে সমতা

২৮। ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য

২৯। সরকারী নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা

৩০। বিদেশী, খেতাব, প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ

২৭নং - আইনের দৃষ্টিতে সমতা

সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

২৮নং - ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য

(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

২৯নং - সরকারী নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা

(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

৩০নং - বিদেশী, খেতাব, প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ

রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোন খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করিবেন না।

আইনের আশ্রয়ে

৩১

জীবনের রক্ষণ

৩২

গ্রেপ্তার ও আটকে

৩৩

জবরদস্ত-এই মন

৩৪

বিচারেই রক্ষণ

৩৫

আইনের আশ্রয়ে জীবনের রক্ষণ গ্রেপ্তার ও আটকে জবরদস্ত-এই মন বিচারেই রক্ষণ

৩১। আইনের আশ্রয়-লাভের অধিকার

৩২। জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ

৩৩। গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ

৩৪। জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ

৩৫। বিচার ও দন্ড সম্পর্কে রক্ষণ

৩১নং - আইনের আশ্রয়-লাভের অধিকার

আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

৩২নং - জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ

আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না।

৩৩নং - গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ

(১) গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ-সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

(২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না।

৩৪নং - জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ

(১) সকল প্রকার জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ; এবং এই বিধান কোনভাবে লঙ্ঘিত হইলে তাহা আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই সেই সকল বাধ্যতামূলক শ্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে

(ক) ফৌজদারী অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি আইনতঃ দণ্ডভোগ করিতেছেন; অথবা

(খ) জনগণের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে আইনের দ্বারা তাহা আবশ্যক হইতেছে।

৩৫নং - বিচার ও দন্ড সম্পর্কে রক্ষণ

(১) অপরাধের দায়যুক্ত কার্যসংঘটনকালে বলবৎ ছিল, এইরূপ আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না এবং অপরাধ-সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইনবলে যে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিত, তাঁহাকে তাহার অধিক বা তাহা হইতে ভিন্ন দণ্ড দেওয়া যাইবে না।

(২) এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারীতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাইবে না।

(৩) ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারলাভের অধিকারী হইবেন।

(৪) কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না।

(৫) কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।

অসাংবিধানিক কাজ এগুলা

স্ত্রীর নির্যাতন সইতে না পেরে বিষ খেলেন স্বামী

জেলা প্রতিনিধি টাঙ্গাইল
প্রকাশিত: ১১:৩৭ এএম, ০৪ মার্চ ২০২০

চ সমা সং বাক (৩৬ – ৩৯)

৩৬: চ

৩৭: সমা

৩৮: সং

৩৯: বাক

৩৬। চলাফেরার স্বাধীনতা

৩৭। সমাবেশের স্বাধীনতা

৩৮। সংগঠনের স্বাধীনতা

৩৯। চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা

৩৬নং - চলাফেরার স্বাধীনতা

জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

৩৭নং - সমাবেশের স্বাধীনতা

জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

৩৮নং - সংগঠনের স্বাধীনতা

জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। এই অধিকার থাকবেনা যদি-

(ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;

(খ) উহা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;

(গ) উহা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গী কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়

৩৯নং - চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা

(১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল।

(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং

(খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

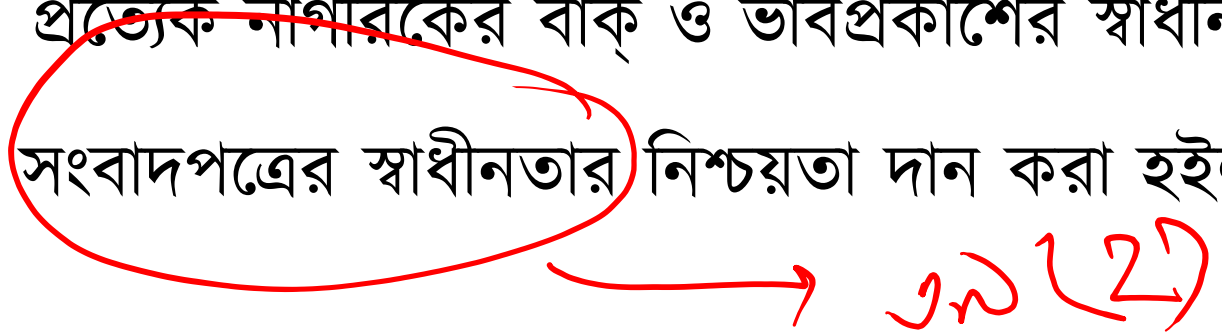

৪০নং - পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা

আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের এবং যে কোন আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার অধিকার থাকিবে।

৪১নং - ধর্মীয় স্বাধীনতা

(১) আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে;

(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।

(২) কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।

৪২নং - সম্পত্তির অধিকার

(১) আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাইবে না।

চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনের নির্ধারিত স্থান
লক্ষ্মীপুর, পোঃ বহরিয়া বাজার, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।
দুর্নীতি দমন কমিন
দু দ ক

৪৩নং - গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের

(ক) প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তালাভের অধিকার থাকিবে; এবং

(খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনতারক্ষার অধিকার থাকিবে।

POLICE

৪৪নং - মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ

মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন হলে ১০২(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করা যায়।

বাতিল

৪৪(২) এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার হানি না ঘটাইয়া সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোন আদালতকে তাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ সকল বা উহার যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন।

এটিকে বাতিল করে আদালত বলেছে সুপ্রিম কোর্ট একটিই কোর্ট এবং সংবিধানের অভিভাবক। এর গার্ডিয়ানশিপ বা তার ক্ষমতা নিম্ন আদালতকে দেয়ার সুযোগ নেই।

৪৫নং - শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন

কোন শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য-সম্পর্কিত কোন শৃঙ্খলামূলক আইনের যে কোন বিধান উক্ত সদস্যদের যথাযথ কর্তব্যপালন বা উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খলারক্ষা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধান বলিয়া অনুরূপ বিধানের ক্ষেত্রে এই ভাগের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

৪৬নং - দায়মুক্তি-বিধানের ক্ষমতা

জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রয়োজনে কিংবা শৃঙ্খলা-রক্ষায় দণ্ডিত ব্যক্তিকে দায়মুক্তির বিধানের ক্ষমতা।

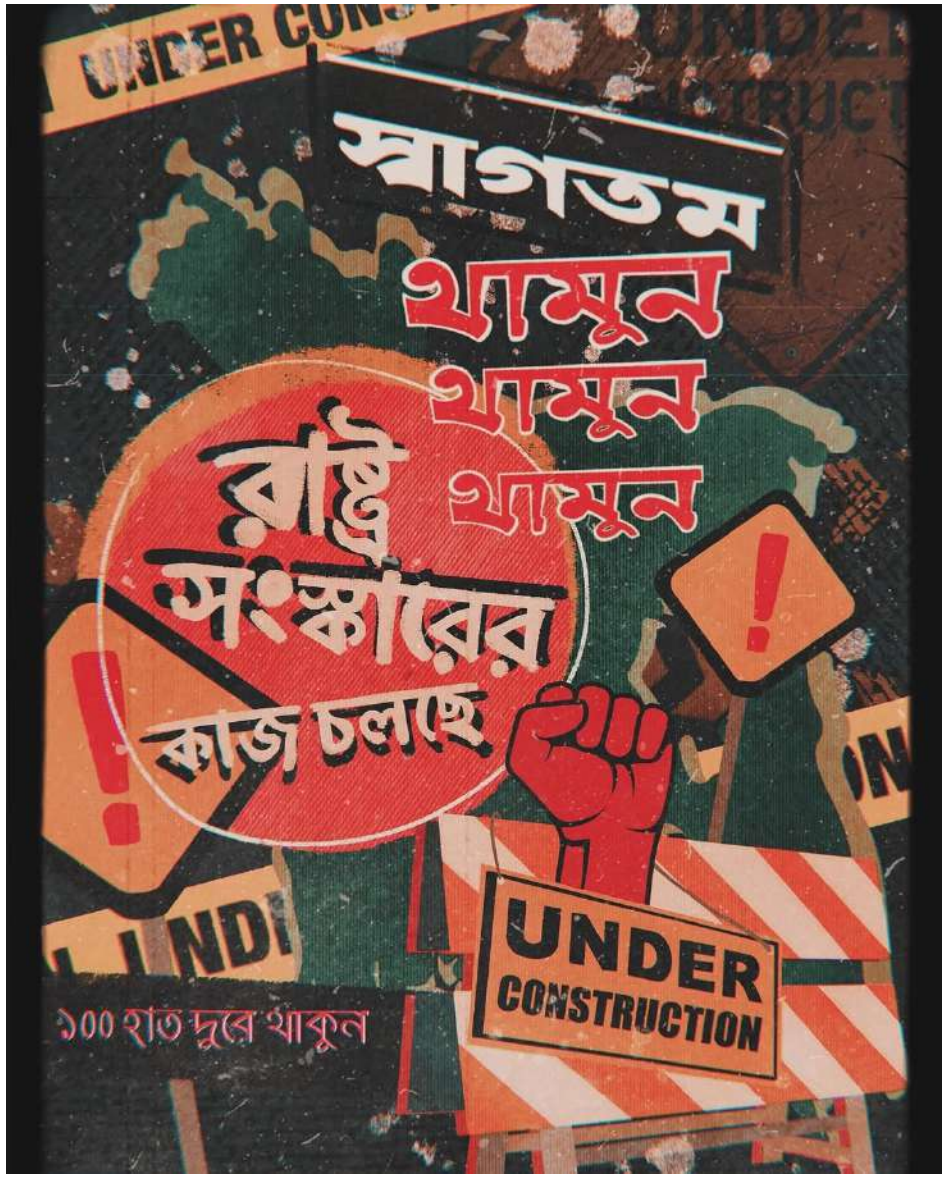
স্বাগতম
থামুন
থামুন
থামুন
রাষ্ট্র সংস্কারের
কাজ চলছে
UNDER
CONSTRUCTION
১০০ হাত দুরে থাকুন

৪৭নং - কতিপয় আইনের হেফাজত

৩) এই সংবিধানে যা-ই বলা হয়ে থাকুক না কেন নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের আটক ও বিচার এ সংবিধানের পরিপন্থী বলে গণ্য হবে না। অপরাধগুলো হলো:

- গণহত্যাজনিত অপরাধ
- মানবতাবিরোধী অপরাধ
- আন্তর্জাতিক আইনে বর্ণিত অন্যান্য অপরাধ

কোন অনুচ্ছেদ অনুসারে?

মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার

— ৪৭(৩)

বিদেশীদের জন্য মৌলিক অধিকার বিদ্যমান -

৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৪১, ৪৪

বাংলাদেশের জরুরি অবস্থার সময় ৬টি মৌলিক অধিকারের অনুচ্ছেদ স্থগিত থাকে

৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০

এবং ৪২

Recap

৪র্থ ভাগ:

নির্বাহী বিভাগ (৪৮-৬৪)

৪৮ নং

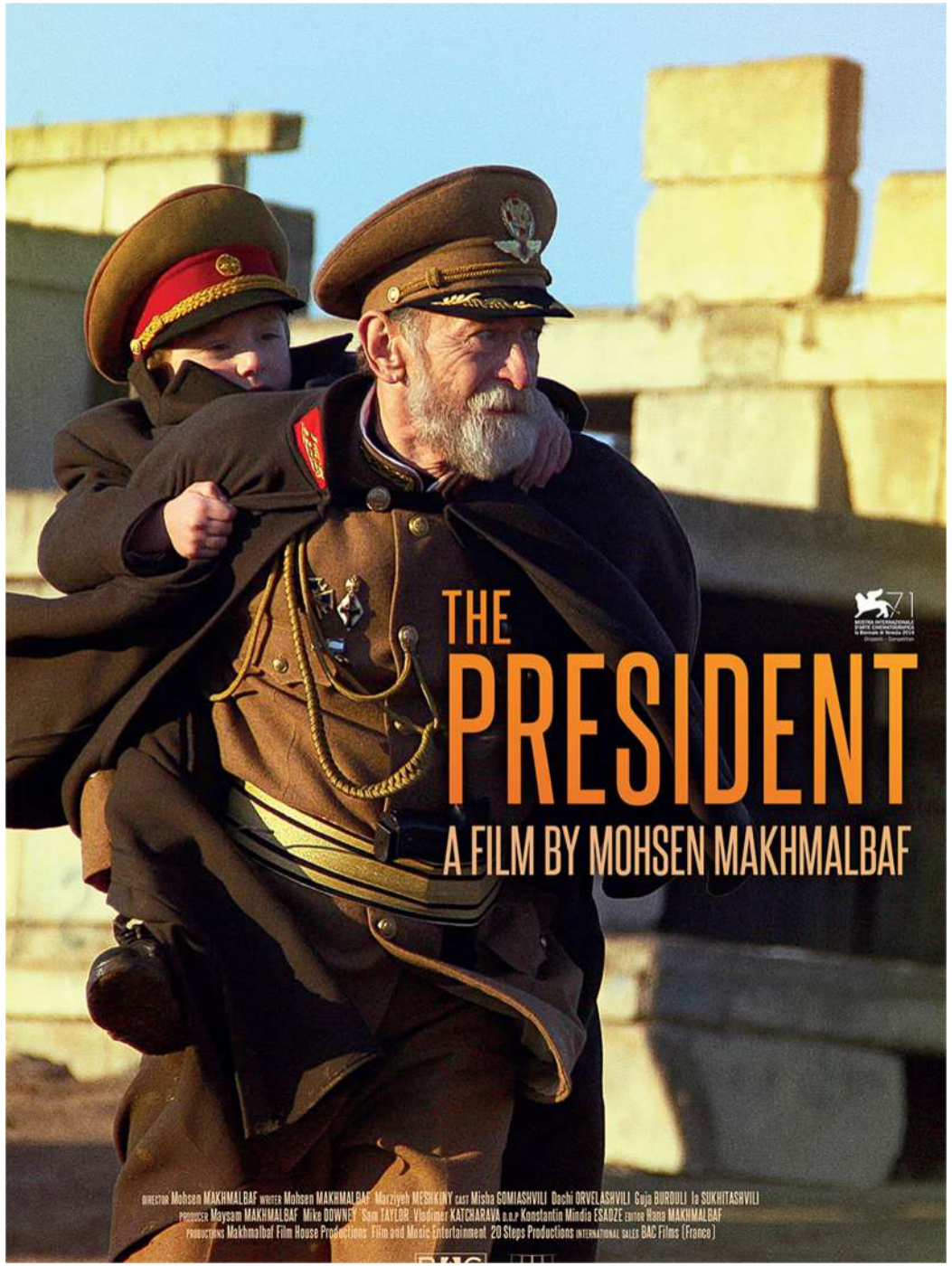

নির্বাচন:

৪৮(১) নং ধারা অনুযায়ী সংসদের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পন্ন হয়।

(২) রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান লাভ করিবেন এবং এই সংবিধান ও অন্য কোন আইনের দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত ও তাঁহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন।

৪৮ (৩)- প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কার্য করিবেন

প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া করবেন

- ৫৬ (৩) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রধানমন্ত্রী ও
- ৯৫ (১) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দান।

BFSTYLE | TUMBLR
(needs wife's approval)

৪৮(৪)

রাষ্ট্রপতি হবার যোগ্যতা

- বাংলাদেশী নাগরিক
- বয়স সর্বনিম্ন ৩৫ বছর
- সাংসদ হওয়ার যোগ্যতা
- পূর্বে কখনো অভিশংসন হননি এমন

রাষ্ট্রপতি

- সংসদে প্রথম অধিবেশনে- রাষ্ট্রপতি ভাষণ দেন
- অধিবেশন মুলতবি ঘোষণার ক্ষমতা- রাষ্ট্রপতির

thank you

৪৮(৫)

প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখিবেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করিলে যে–কোন বিষয় মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য পেশ করিবেন।

৪৯ নং

রাষ্ট্রপতি দণ্ডিত ব্যক্তির সাজা কমাতে,
মওকুফ বা স্থগিত করতে পারবেন

ক্ষমা প্রদর্শন

৪৯ নং ধারা অনুযায়ী যেকোনো ধরনের ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারবেন।

২২ নং অনুচ্ছেদের সাথে সাংঘর্ষিক নয় কি?

৫০নং - রাষ্ট্রপতির মেয়াদ

- কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে ৫ বছরের মেয়াদে তাঁর পদে অধিষ্ঠিত থাকবে, তবে রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।
- দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতির পদে থাকতে পারবে না।
- স্পিকারের নিকট পদত্যাগ করবে।
- রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় এমপি পদে থাকতে পারবে না।

৫১

দায়মুক্তি:

রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন তার বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা যাবে না, কোন আদালত তাকে জবাবদিহি করতে পারবে না।

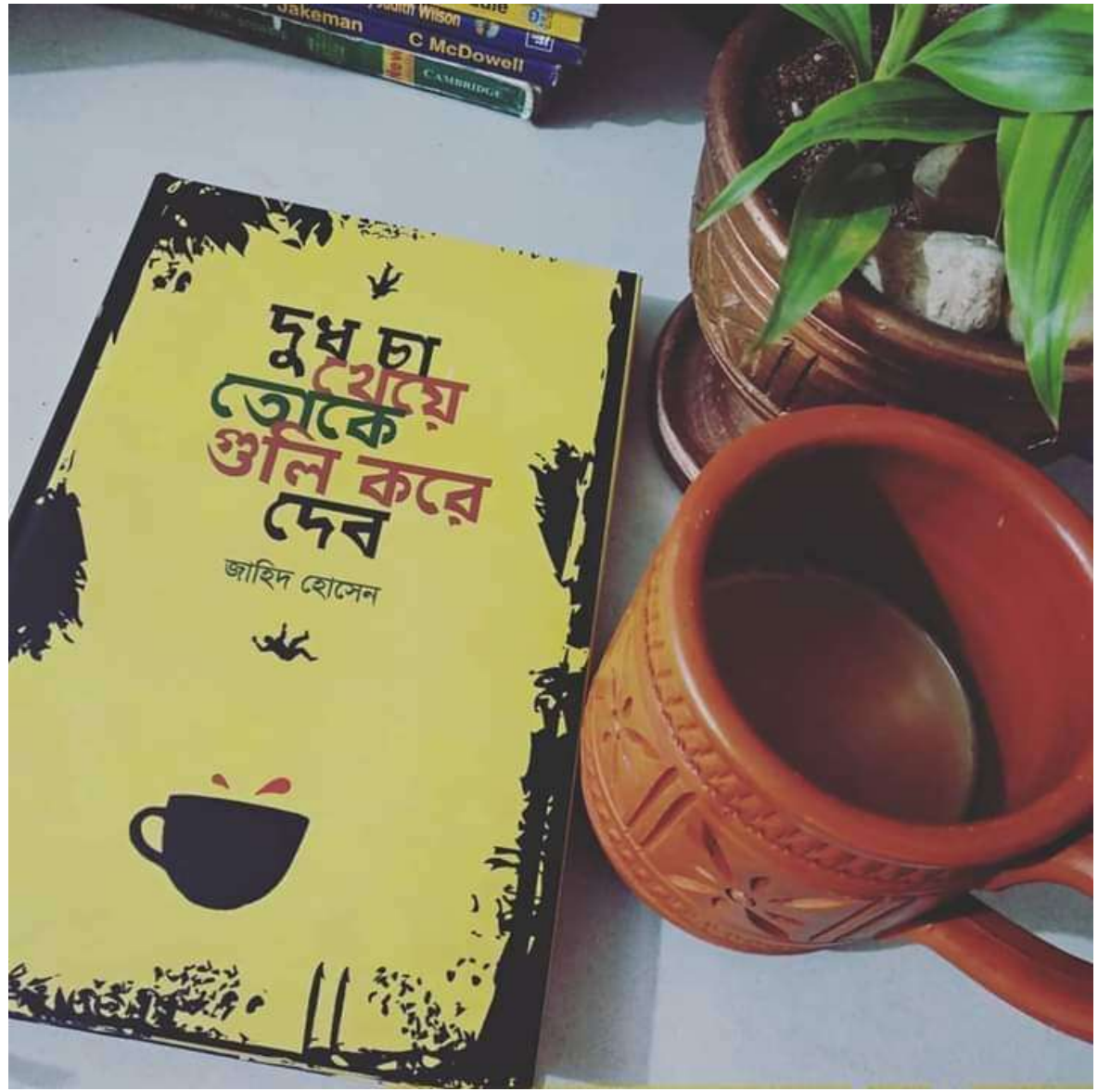
Jakeman
C McDowell
CAMBRIDGE
দুধ চা খেয়ে তোকে গুলি করে দেব
জাহিদ হোসেন

তবে এ ধরনের কাজ করলে প্রেসিডেন্টকে সরানোর রাস্তা আছে সংবিধানে

এইটারে বলে
ইমপীচমেন্ট (অভিশংসন)

৫২ নং অভিশংসন

Impeachment

৫২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির অভিশংসন হওয়া সম্ভব।

৫২নং - অভিশংসন

(১) সংবিধান লঙ্ঘন বা অসদাচারণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদের স্বাক্ষর যুক্ত প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করতে পারবে। স্পীকার ১৪ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে অধিবেশন ডাকবেন।

(৪) মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ হওয়ার দিন থেকে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

(৫) রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে স্পীকার রাষ্ট্রপতি হবেন ।

www.prothom-alo.com

রাষ্ট্রপতির ইম্পিচমেন্টের দাবি তুললেন বিএনপি সাংসদরা

তারেককে সাংগঠনিক পদ দেওয়ার প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদক

ব্রাজিল

৫৪ নং

অনুপস্থিতি প্রভৃতির-কালে রাষ্ট্রপতি-পদে

স্পীকার

৫৫ নং: মন্ত্রিসভা (The Cabinet)

- প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা থাকবে এবং প্রধানমন্ত্রী যেরূপ স্থির করবে, সেরূপ অন্যান্য মন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হবে।
- প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে।
- মন্ত্রিসভা যৌথভাবে **সংসদের নিকট দায়ী থাকবে**।
- সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা **রাষ্ট্রপতির নামে** গৃহীত হবে।
- রাষ্ট্রপতি সরকারি কার্যাবলি বণ্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করবেন।

৫৬ নং

রাষ্ট্রপতি সকল মন্ত্রিগণকে নিয়োগ দান করবেন

৫৬ নং

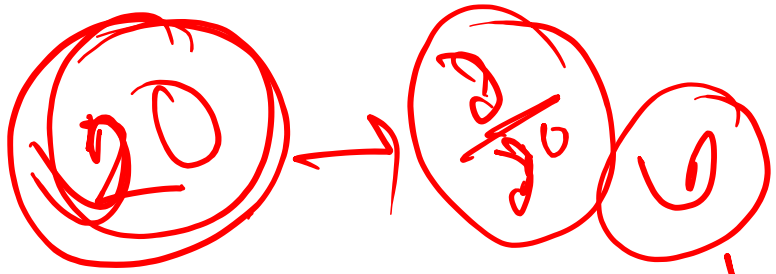

২) প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদিগকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করবে। তবে শর্ত থাকে যে, তাঁদের সংখ্যার অন্যূন নয়-দশমাংশ সংসদ সদস্যগণের মধ্য থেকে এবং অনধিক এক-দশমাংশ সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হতে মনোনীত হতে পারবে। (টেকনোক্র্যাট)

স্টিভ জব্বার

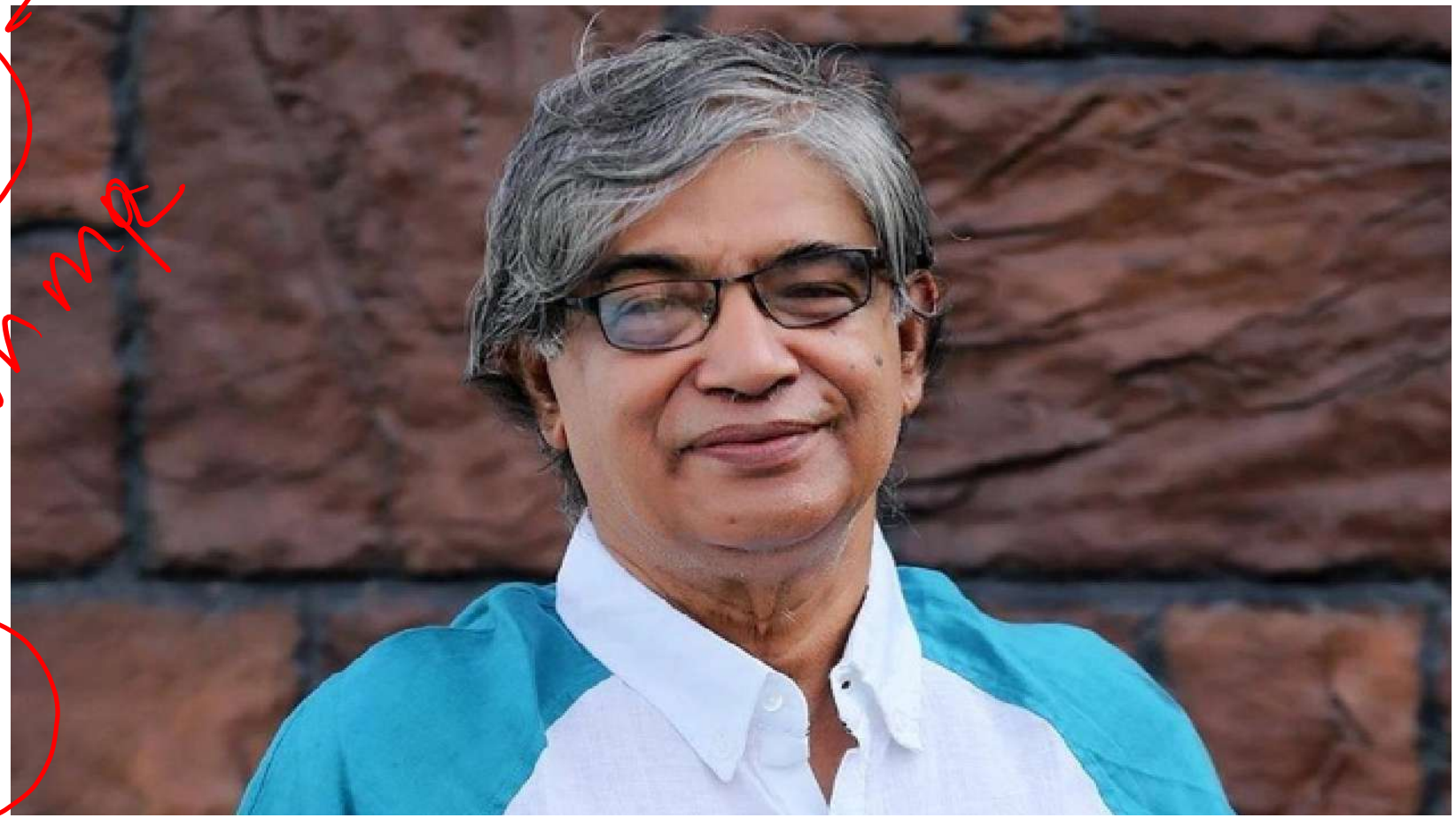

৫৭নং - **প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ**

(১) প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য হইবে, যদি-

(ক) তিনি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র প্রদান করেন; অথবা

(খ) তিনি সংসদ-সদস্য না থাকেন।

৫৮ নং - অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ

(৪) প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিলে বা স্বীয় পদে বহাল না থাকিলে মন্ত্রীদের প্রত্যেকে পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৮ক নং

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার

(পঞ্চদশ সংশোধনীতে বিলোপ)

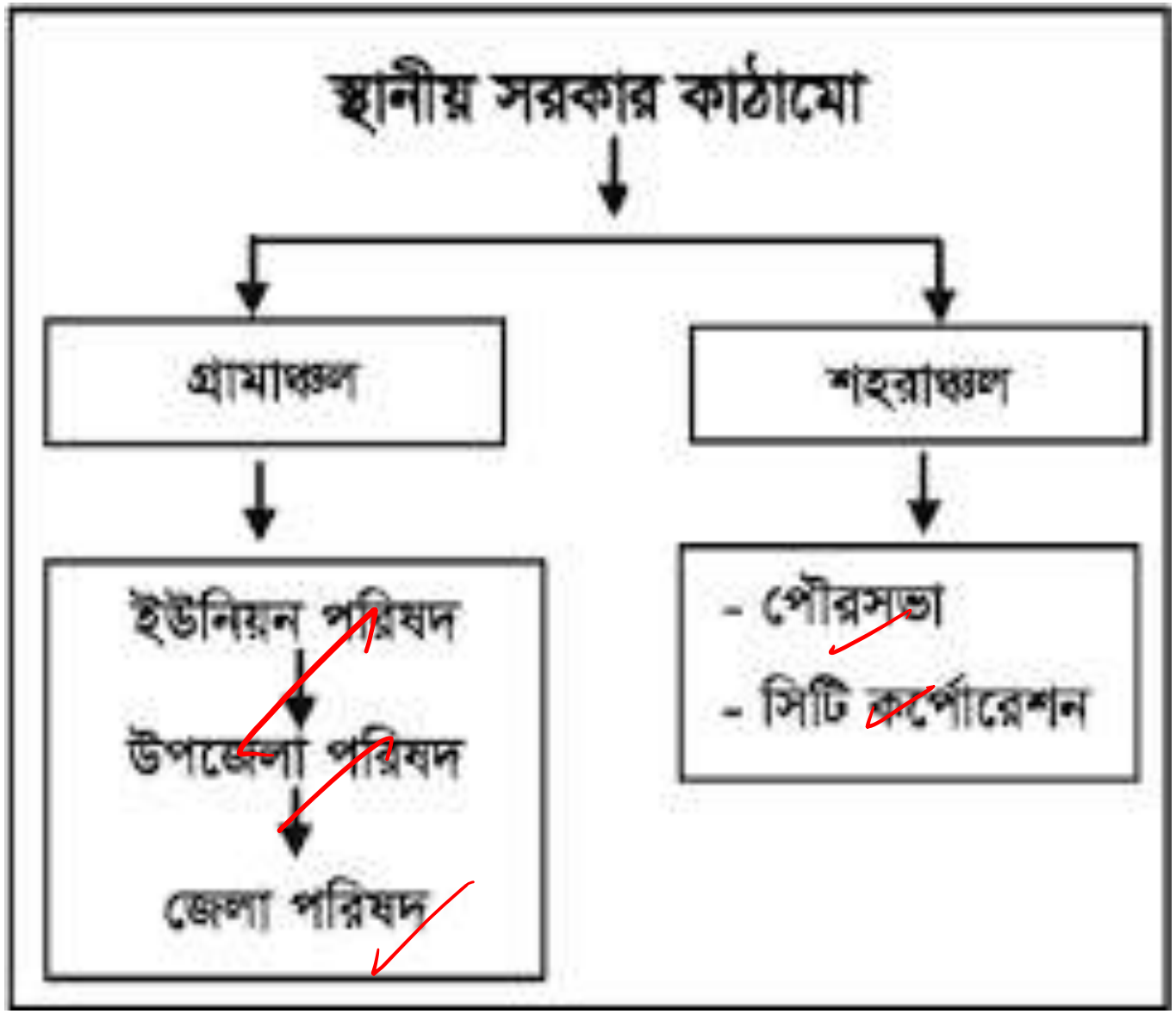
স্থানীয় সরকার কাঠামো
গ্রামাঞ্চল
শহরাঞ্চল
ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা পরিষদ
জেলা পরিষদ
- পৌরসভা
- সিটি কর্পোরেশন

৫৯নং - স্থানীয় শাসন

(১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।

(২) নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে:

(ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য;

(খ) জনশৃংখলা রক্ষা;

(ক) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

৬০নং - স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা

এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকরতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।

৬১নং - সর্বাধিনায়কতা (Supreme Command)

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত।

Defence
↓
সর্বাধিনায়ক
↓
President

৬৩নং - যুদ্ধ

সংসদের অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে না কিংবা প্রজাতন্ত্র কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না।

যুদ্ধ ঘোষণা করবেন কে?

রাষ্ট্রপতি

নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হবে, সেহেতু সংসদের অনুমতি নিয়ে রাষ্ট্রপতি যুদ্ধ ঘোষণা করবেন।

যে সকল যুদ্ধে সংসদের অনুমতি লাগেনা

G
SERIES
স্বামী নিয়ে যুদ্ধ
10
MILLION+
VIEWS

LAVA
অভিনয়ে: শাবনূর, ফেরদৌস
প্রবীর মিত্র, আফজাল শরীফ, রীনা খান
আজাদী হাসানাত ফিরোজ
পরিচালিত
বউশাশুড়ীর যুদ্ধ

স্বামী স্ত্রীর যুদ্ধ
G SERIES
এফ আই মানিক-এর
কাহিনী, সংলাপ, চিত্রনাট্য ও প্রযোজনা
নায়ক মান্না
6.1
MILLION+
VIEWS

মোস্তফা আনোয়ার পরিচালিত
হৃদয় নিয়ে যুদ্ধ

৬৪নং - অ্যাটর্নি জেনারেল

- যোগ্যতা: সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হইবার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ দান করবে
- বাংলাদেশের সকল আদালতে তার বক্তব্য পেশ করার অধিকার আছে।
- রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুযায়ী স্বীয় পদে থাকবে এবং পারিশ্রমিক পাবে।

অ্যাটর্নি জেনারেল এর মেয়াদ কত বছর?

অ্যাটর্নি জেনারেল

রাষ্ট্রের প্রধান অ্যাডভোকেট।

অর্থাৎ সরকারের প্রধান ও মুখ্য আইন পরামর্শক।

প্রধান - অ্যাটর্নি জেনারেল

প্রথম অ্যাটর্নি জেনারেল

এমএইচ খন্দকার

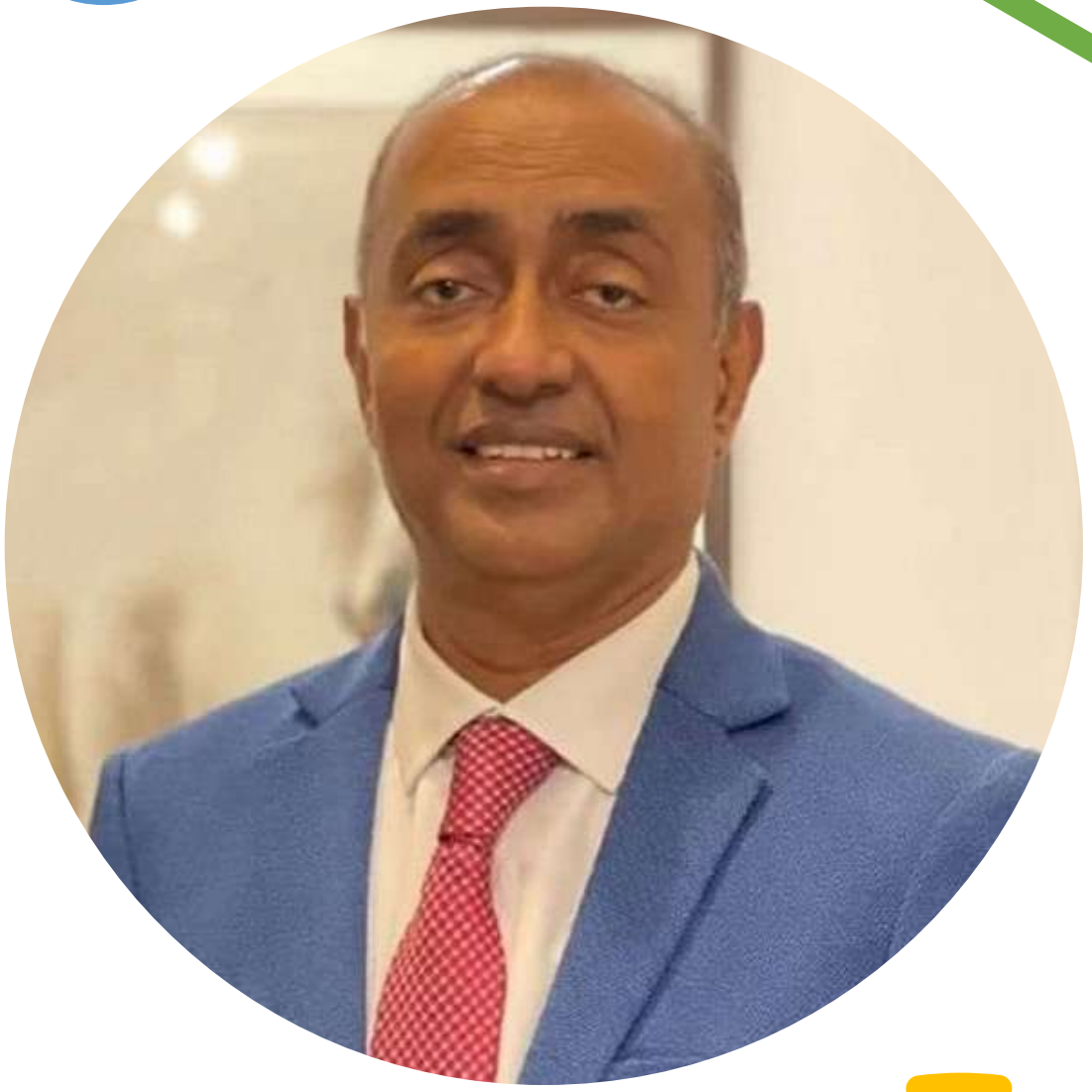

বর্তমান ও ১৭ তম

অ্যাটর্নি জেনারেল

মোহাম্মদ

আসাদুজ্জামান

রাষ্ট্রপতির নিয়োগ ক্ষমতা

- ৫৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী কে
- ৬৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অ্যাটর্নি জেনারেল
- ৯৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি
- ১১৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার

Indemnity বা দায় মুক্তি

শাস্তি এড়ানোর আইনি ব্যবস্থা

বাংলাদেশের সংবিধানে দায় মুক্তির বিধান আছে: ৩টি

- **অনুচ্ছেদ ৪৬:** সরকারি কর্মচারীদের দায় মুক্তি
- **অনুচ্ছেদ ৫১:** রাষ্ট্রপতির দায় মুক্তি
- **অনুচ্ছেদ ৭৮:** সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায় মুক্তি

অ্যাটর্নি জেনারেল কোন বিভাগের অধীন?

- বিচার বিভাগ
- নির্বাহী বিভাগ
- আইন বিভাগ

Recap

৫ম অধ্যায়: আইনসভা

(৬৫-৯৩)

৬৫ । সংসদ প্রতিষ্ঠা

- "জাতীয় সংসদ" (House of the nation) নামে একটি সংসদ থাকবে এবং প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সংসদের উপর থাকবে।
- প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত ৩০০ সদস্য নিয়ে সংসদ গঠিত হবে: সদস্যগণ সংসদ সদস্য বলে গণ্য হবে।
- ৩০০ আসনের পরে ৫০টি নারী আসন ২০৪৪ সাল পর্যন্ত সংরক্ষিত হবে

৬৬ | সংসদে নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

- যোগ্যতা : ২টি।
- বাংলাদেশি নাগরিক এবং ২৫ বছর বয়স হতে হবে

৬৬(২) | অযোগ্যতা: ৭টি

(ক) আদালত তাঁকে অপ্রকৃতস্থ (পাগল) বলে ঘোষণা করলে

(খ) দেউলিয়া ঘোষিত হবার পর দায় হতে অব্যাহতি লাভ না করলে;

(গ) কোন বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন কিংবা বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করলে।

(ঘ) কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে ২ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত এবং মুক্তিলাভের পর ৫ বছর অতিবাহিত না হলে।

(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের (দালাল আইন) অধীন যে কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়া থাকেন;

(চ) প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; অথবা

(ছ) তিনি কোন আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন।

৬৭ - সদস্যদের আসন শূন্য হওয়া

(১) কোন সংসদ-সদস্যের আসন শূন্য হবে, যদি

(ক) সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে **নব্বই দিনের মধ্যে শপথ গ্রহণ না করলে।**

(খ) সংসদের অনুমতি না নিয়ে তিনি **একাদিক্রমে নব্বই বৈঠক-দিবস অনুপস্থিত** থাকেন;

(গ) সংসদ ভেঙ্গে গেলে;

(২) কোন সংসদ-সদস্য স্পীকারের নিকট পদত্যাগ পত্র জমা দিলে।

৬৯ – সংসদ সদস্যের অর্থদণ্ড

শপথগ্রহণের পূর্বে আসন গ্রহণ বা ভোট দান করলে সংসদ সদস্য প্রতি দিনের অনুরূপ কার্যের জন্য প্রজাতন্ত্রের নিকট দেনা হিসাবে উসুলযোগ্য **এক হাজার টাকা** করে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

Floor Crossing

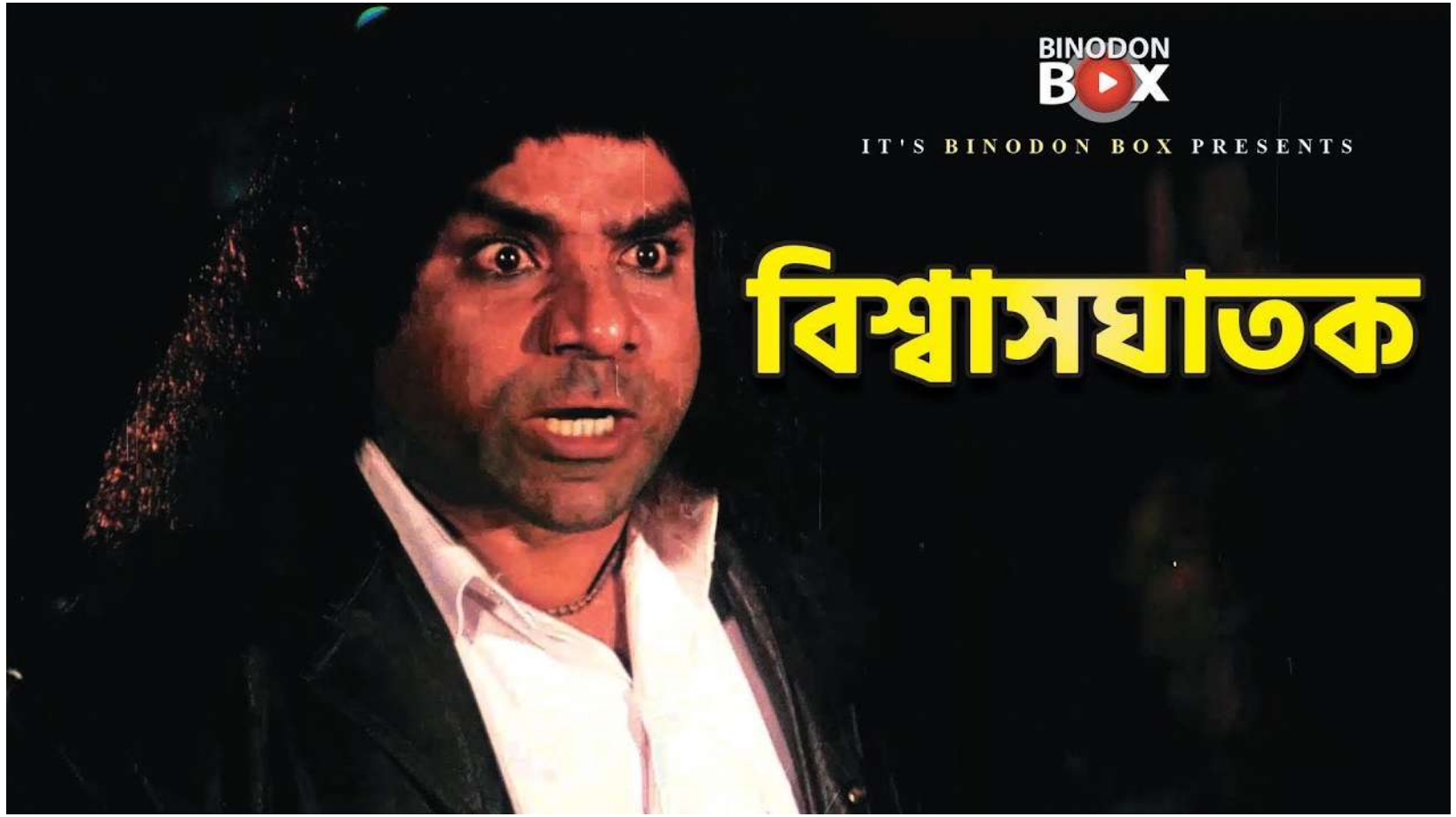

৭০ নং: ফ্লোর ক্রসিং

(১) কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনীত হয়ে সাংসদ নির্বাচিত হয়ে যদি

ক) উক্ত দল হতে পদত্যাগ করেন, অথবা

খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন (Floor Crossing)।

সংসদে তার আসন শূন্য হইবে,

তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।

BINODON BOX
IT'S BINODON BOX PRESENTS
ফানাফিল্লা কইরা ফালামু

৭১ - দ্বৈত-সদস্যতায় বাধা

কোন ব্যক্তি একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকার সংসদ-সদস্য হতে পারবেন না। ৩০ দিনের মধ্যে ১টি আসন রেখে বাকী আসন ছেড়ে দিবেন বলে কমিশনকে জানাবে।

৭২ - সংসদের অধিবেশন

১) সরকারী বিজ্ঞপ্তি-দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংসদ আহবান, স্থগিত ও ভঙ্গ করবেন এবং সংসদ আহবানকালে রাষ্ট্রপতি প্রথম বৈঠকের সময় ও স্থান নির্ধারণ করবেন:

60 days

সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ৬০ দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকবে না:

(২) সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষনার ৩০ দিনের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য সংসদ আহবান করা হবে।

রাষ্ট্রপতি পূর্বে ভেঙ্গে না দিয়ে থাকলে প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হলে সংসদ ভেঙ্গে যাবে:

৩) যুদ্ধকালে সংসদের মেয়াদ (মেয়াদ শেষ হলেও) অনধিক ১ বছর বৃদ্ধি করা যাবে এবং যুদ্ধ শেষ হলে সংসদের মেয়াদ ৬ মাসের বেশি হবে না।

৭৩ - সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী

(২) সংসদ-সদস্যদের প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বৎসর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান করিবেন।

Opening speech

৭৪ - স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার

(১) কোন সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকে সংসদ-সদস্যদের মধ্য হইতে সংসদ একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করবেন,

(২) স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের পদ শূন্য হইবে, যদি-

(ক) তিনি সংসদ-সদস্য না থাকেন;

(খ) তিনি মন্ত্রী-পদ গ্রহণ করেন;

৭৫ | কার্যপ্রণালী বিধি, কোরাম

(খ) সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভোট সংখ্যা সমান হলে স্পিকার কাস্টিং ভোট (Casting Vote) প্রদান করে।

(গ) কোরাম: ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে স্পিকার সংসদের অধিবেশন চালু রাখবে।

Casting Vote (সিদ্ধান্ত নির্ণয়কারী ভোট)

- স্পিকারের ভোট।
- প্রস্তাবের পক্ষে বিপক্ষে সমান ভোট থাকলে তখন স্পিকার সিদ্ধান্ত ভোট প্রদান করেন।

We have a tie.

Quorum (কোরাম)

সংসদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংসদ কক্ষে উপস্থিত ন্যূনতম সদস্য। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে কোরাম হয় নূন্যতম ৬০ জন সদস্য উপস্থিত থাকলে।

- ৬০ জনের কম উপস্থিত থাকলে স্পিকার বৈঠক স্থগিত করে ৫ মিনিট সময় ধরে সংসদের ঘন্টা বাজান। এতেও কোরাম না হলে স্পিকার বৈঠক মূলতবি ঘোষণা করেন।

৭৬নং

সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ

৭৭নং - ন্যায়পাল: (Ombudsman)

সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের যেকোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত ক্ষমতা প্রদান করে।

Ombudsman (ন্যায়পাল)

পার্লামেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনার বা কর্মকর্তাকে ন্যায়পাল বলে। ১৯৭২ সাল থেকে সংবিধানে ন্যায়পালের বিধান রয়েছে। ১৯৮০ সালে ন্যায়পাল আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো ন্যায়পাল নিয়োগ দেয়া হয় নি।

- **সর্বপ্রথম ন্যায়পাল পদ প্রবর্তিত হয়- সুইডেনে (১৮০৯)**

৭৮নং - সংসদ ও সদস্যদের অধিকার ও দায়মুক্তি

সংসদের কার্যধারা সম্পর্কে আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

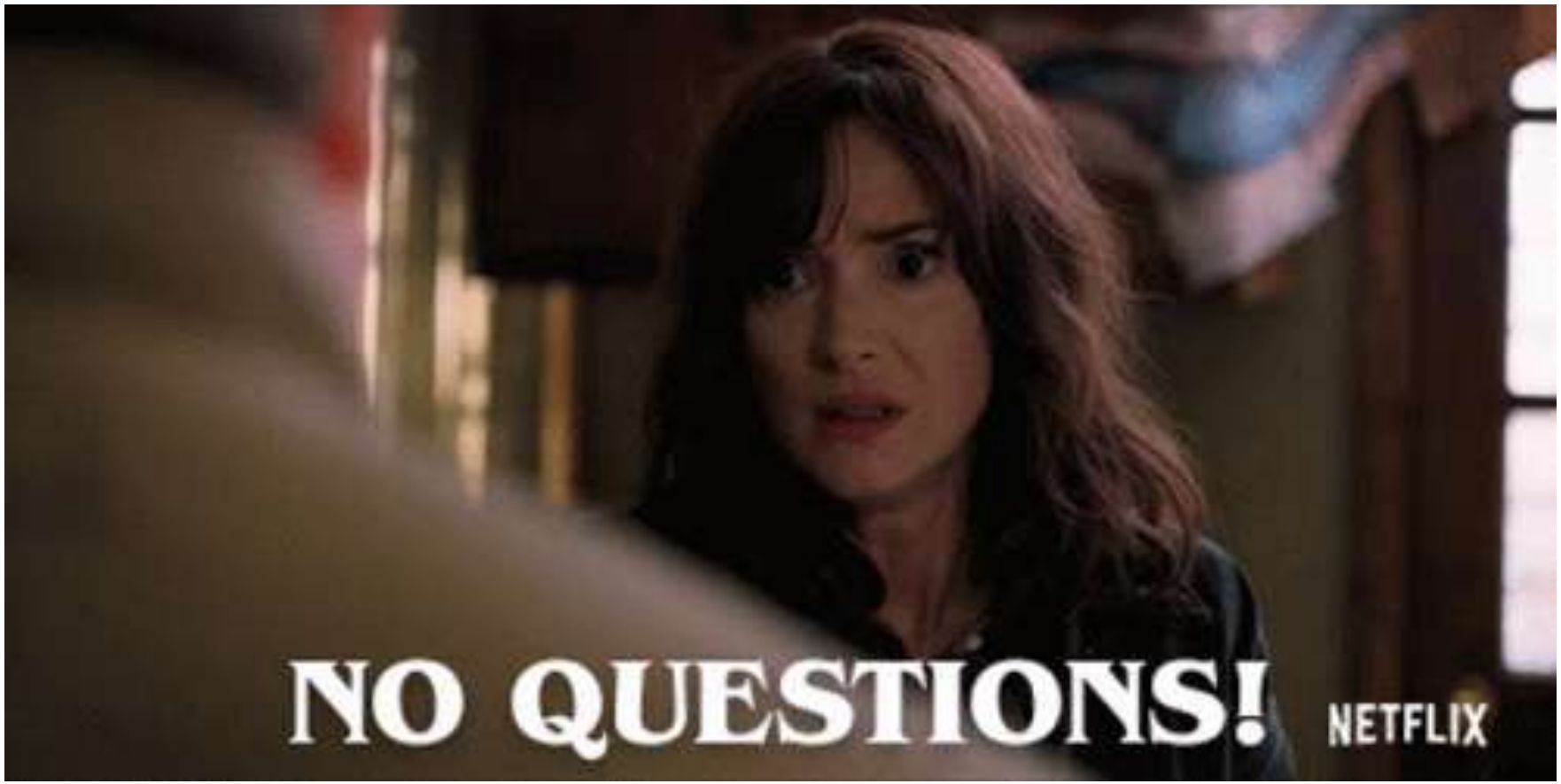
NO QUESTIONS!
NETFLIX

৭৯ - সংসদ-সচিবালয়

(১) সংসদের নিজস্ব সচিবালয় থাকবে।

৮০নং - আইন প্রণয়ন-পদ্ধতি

- আইন প্রণয়নের জন্য সংসদে আনীত প্রস্তাব বিল আকারে উত্থাপিত হবে।
- সংসদ বিল গ্রহণ করলে সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে।

- রাষ্ট্রপতির নিকট কোন বিল পেশ করার ১৫ দিনের মধ্যে তিনি তাতে সম্মতি দান করবেন। যদি কোন সংশোধনী থাকে তাহলে রাষ্ট্রপতি সংসদে বিলটি ফেরত দিবেন এবং রাষ্ট্রপতি বিলটি ফেরত দিতে অসমর্থ হলে উক্ত মেয়াদ শেষে তিনি বিলটিতে সম্মতি দিয়েছেন বলে গণ্য হবে।

- রাষ্ট্রপতি বিল ফেরত পাঠালে সংশোধনী সহ বা সংশোধনী ব্যতিরেকে সংসদ পুনরায় বিল গ্রহণ করবে। সম্মতির জন্য পুনরায় রাষ্ট্রপতির নিকট বিল পেশ করা হলে ৭ দিনের মধ্যে তিনি তাতে সম্মতি দান করবেন। রাষ্ট্রপতি বিলটি ফেরত দিতে অসমর্থ হলে উক্ত মেয়াদ শেষে তিনি বিলটিতে সম্মতি দিয়েছেন বলে গণ্য হবে।
- রাষ্ট্রপতির সম্মতির পর বিল আইনে পরিণত হয়।

LIKE

Bill

সংসদে উত্থাপিত বা আইনের খসড়াকে বিল বলে। বিল সংসদ কর্তৃক পাস হওয়ার পর আইনে পরিণত হয়।

- **সাধারণ বিল:** যেসব বিল পাসের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতাই যথেষ্ঠ
- **বিশেষ বিল:** যেসব বিল পাসের জন্য সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি দরকার। যেমন: সংশোধনী বিল

- **সরকারি বিল:** মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বিল।
- **বেসরকারি বিল:** মন্ত্রী ছাড়া বা এমপি কর্তৃক উত্থাপিত বিল।

৮১নং - অর্থবিল (Money Bills)

"অর্থবিল" বলতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের বিধানাবলি সংবলিত বুঝাবে-

ক) কোন কর আরোপ, নিয়ন্ত্রণ, রদবদল, মওকুফ বা রহিতকরণ,

খ) সরকার কর্তৃক ঋণগ্রহণ বা কোন গ্যারান্টিদান, কিংবা সরকারের আর্থিক দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত আইন সংশোধন।

(গ) সংযুক্ত তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণ অনুরূপ তহবিলে অর্থপ্রদান বা অনুরূপ তহবিল হতে অর্থদান।

৮৪ - সংযুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব

সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল রাজস্ব, সরকার কর্তৃক সংগৃহীত সকল ঋণ এবং কোন ঋণ পরিশোধ হতে সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল অর্থ সংযুক্ত তহবিলে থাকে।

৮৭নং - বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি (বাজেট)

প্রত্যেক অর্থ-বৎসর সম্পর্কে উক্ত বৎসরের জন্য সরকারের অনুমিত আয় ও ব্যয়-সংবলিত একটি বিবৃতি সংসদে উপস্থাপিত হবে।

৯৩নং - অধ্যাদেশ (Ordinance) প্রণয়ন ক্ষমতা

- সংসদ ভেঙে যাওয়া অবস্থায় অথবা সংসদ অধিবেশনে না থাকলে জরুরি প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন। অধ্যাদেশ সংসদের আইনের মতো কার্যকর হয়।
- কোন অধ্যাদেশ জারি হবার পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে তা উপস্থাপনের পর **৩০ দিনের মধ্যে** অনুমোদন করতে হবে।

কোন অধ্যাদেশ জারি হবার পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে তা উপস্থাপনের পর ৩০ দিনের মধ্যে অনুমোদন করতে হবে।

দিন সংক্রান্ত যতকিছু

- ৭ দিন – পুনরায় বিল পাঠালে রাষ্ট্রপতি ৭ দিনের মধ্যে সম্মতি দিবেন।
- ১৫ দিন – রাষ্ট্রপতির বিল স্বাক্ষরের সর্বোচ্চ সময়।
- ৩০ দিন

– নির্বাচনের পর সংসদের অধিবেশন আহবানের সময়।

- অধ্যাদেশকে অধিবেশন শুরুর ৩০ দিনের মধ্যে অনুমোদন দিতে হয়।
- দ্বৈত আসন থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে ১ টি আসন ছেড়ে দিতে হবে।

- ৬০ দিন – সংসদের দুই অধিবেশনের মধ্যে সর্বোচ্চ বিরতিকাল
- ৯০ দিন

- নির্বাচনের পর সংসদের ১ম বৈঠকের তারিখ হতে ৯০ দিনের মধ্যে শপথ গ্রহণ না করলে আসন শূন্য হবে।

- সংসদের অনুমতি ছাড়া টানা ৯০ বৈঠক দিবস অনুপস্থিত থাকলে আসন শূন্য হবে।

Recap

Thank You